দেখা

মর্তুজা আহম্মেদ

বহদ্দারহাট-চকবাজার-আন্দরকিল্লা-নিউমার্কেট, আইয়ু আইয়ু আইয়ুনা বাই, দুঁউর দ্য না - লোকাল বাস হতে বাসের হেলপার চিৎকার করে যাচ্ছে। মনিরের চকবাজার যেতে হবে তার কম্পিউটারের সার্ভিসিং এর জন্য। মনির চাটগাঁইয়া ভাষা বেশি বোঝে না। তবে চট্টগ্রামে থাকতে থাকতে তার অনেকটা বোধগম্য হয়ে গেছে। কিছু চিন্তা না করেই মনির উঠে গেল বাসে।

এক যাত্রী হঠাৎ বলে উঠল, "কুরোর ডইল্লে্য যুরি যুরি চলের গারিগান" । মনির বেশি বুঝতে পারল না । তবে যাত্রীটির অবয়ব দেখে বুঝে গেল । তাছাড়া তার মুখেও বিরক্তির ছায়া। একে তো তার কাছে বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে না হলে তার বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। এমনিতে রাস্তায় জ্যাম, তার উপর গরম। দু'টো মিলে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরো শরীর ঘেমে গেছে। নিজেকে সিদ্ধ মুরগীর মতো মনে হচ্ছে। অক্সিজেন গ্রহণ করাটাও যেন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।
আরেক যাত্রী বলে উঠল, "দুই সিডুর মাঝ'দি ঠ্যাং রাহিবের জায়গা নাই রে"। মনিরের হাসি পেলো। আসলেই বাসে যাত্রী উঠানোর জায়গা নেই, তাও তারা যাত্রী উঠাতেই আছে। তারপর আবার পাশে বসা চাচার খুক্কুর খুক্কুর কাশি বিরক্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। হেলপার টাকা উঠাতে মনিরের কাছে এলো। মনির পাঁচশো টাকা বের করে দিলো।

হেলপার বলে উঠল, "দুরু বাই বাংতি টিয়া লনা বাই"। আসলে তাড়াহুরো করে বাসা থেকে মনির বের হয়েছে তো, তাই কোথায় খুচরা রেখেছে মনে নেই। প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দিয়ে বিশ টাকার নোট পেলো। তাই সেটিই বের করে দিলো। বাস আস্তে আস্তে চলছে। এর মধ্যে আবার দুইজন যাত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে।

যাত্রী একঃ ফিছে হালি রাহি সাম্মে আইয়েনে মরে। (পিছে রাইখা খালি সামনে আইসা মরে)
যাত্রী দুইঃ ওডো ডাইবার তিঁয়্যেই ন'তাইস টান। (ওরে ড্রাইভার দাঁড়াইয়েন না, টান দেন)
যাত্রী একঃ দুরু বাই বুতুরে কা আইস্তে লাইগ্যু। (ধুর ভাই গায়ের উপর আসেন ক্যান?) ফিছে য'না বাই ফিছে হালি ত। (পিছনে যান না, পিছনে খালি তো)।

মনিরের এসব শুনতে ভালো লাগছে না। কখন যে সে পৌঁছাতে পারবে এটিই সে চিন্তা করছে। তার ল্যাপটপের সার্ভিসিং করতে হবে। একটু সমস্যা হয়েছে। তাই সে চিন্তিত। চকবাজার পৌঁছে গেল সে। তার কাজ শেষ করলো। এদিকে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার। তাই হোটেলে খাবার খেয়ে নিলো। এবার সে ফেরার পথে আর বাসে উঠলো না। রিকশায় চড়বে বলে ঠিক করলো।

মনিরঃ ঐ খালি যাবা?
রিকশাওয়ালাঃ হ মামা যামু। কই যাইবেন?
মনিরঃ আমাকে মুরাদপুর পর্যন্ত নিয়ে যান।
রিকশাওয়ালাঃ ঠিক আছে। বসেন।

রিকশাতে চড়ে মনির চলছে। এখন যেন তাকে মুক্ত পাখির মতো লাগছে। হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। এতে তার ঘর্মাক্ত দেহে কিছুটা শান্তি অনুভূত হচ্ছে। এদিকে রিকশাওয়ালা তার পকেটে রাখা মোবাইলে ওয়াজ চালু করে দিলো।

মনিরঃ আপনিও মিজানুর রহমান আজহারীর (নামকরা বাংলাদেশি ইসলামি বক্তা) ওয়াজ শোনেন?
রিকশাওয়ালাঃ হ মামা। আমার প্রিয় বক্তা।

মনিরের এটি শুনে ভালো লাগলো। সেও মাঝে মাঝে তার ওয়াজ শুনে থাকে। এই বক্তার ওয়াজ সকল প্রকার লোকজন শুনে থাকে বাংলাদেশে। তার আলাদা এক জনপ্রিয়তা রয়েছে। দেখতে দেখতে মুরাদপুর চলে এলো মনির। তার মন অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিলো, সী বিচ ঘুরে আসবে। তাই না চাইতেও সে আবার বাসে উঠে গেল। তবে লোকাল বাসে নয়। বাসে উঠেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙার পর সে দেখল পৌঁছে গেছে। তার কাছে সমুদ্র অনেক ভালো লাগে। সমুদ্রের বিশালতা তাকে অবাক করে দেয়। বিশাল সমুদ্রে তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। সে নেমে পড়লো সমুদ্রে। নিজেকে সমুদ্রের প্রাণীদের একজন মনে করলো। সময় কাটালো। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলো। আসলে সমুদ্র পাড়ে সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখা তার কাছে অনেক আনন্দ দেয়। সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্রের পানি নিচে নেমে যেতে শুরু করেছে। এটি দেখতে তার ভালো লাগে। সন্ধ্যায় সমুদ্র দেখতে আরো ভালো লাগে।

অনেক লোকজন বসে আছে। কেউবা পরিবারের সাথে গ্রুপ ফটো তুলছে, কেউবা নিজে নিজে সেলফি তুলে যাচ্ছে, আবার কেউ গিটার বাজাতে বাজাতে গান গাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এসব দেখতে মনিরের ভালোই লাগছে। তবে সময়ের খেয়ালই নেই তার। যার কারণে বাসায় ফেরার জন্য লাস্ট বাস সে মিস করে। বাসস্টপ এসে সে বাস না পেয়ে সিএনজি রিজার্ভ নিলো। বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে আটটা বেজে গেল। দেরি হয়ে গেল। মনির ঠিক ইচ্ছে করেই দেরি করেছে। বোরিং লাইফে একটু দেরি করা তার কাছে দোষের কিছু মনে হলো না। একটু পর সে ফ্রেশ হয়ে নিলো। ফ্রেশ হয়ে চুলায় চা বসিয়ে দিলো। তার চা খাওয়ার প্রচুর নেশা রয়েছে। ক্যাফেইনের নেশা। তার শরীরে ক্যাফেইন না পড়লে দিনই শুরু হয় না। যাই হোক চা খেতে খেতে তার ল্যাপটপটি ওপেন করলো। সে স্মার্টফোন ব্যবহার করে না। স্মার্টফোন ব্যবহার তার কাছে ভালো লাগে না। সে তার যাবতীয় কাজ ল্যাপটপে করতে পছন্দ করে। তার ফেসবুকেও বেশি ফ্রেন্ড নেই। ফেসবুকে বেশি থাকতে তার ভালো লাগে না। এটিকে তার সময় অপচয় ছাড়া কিছু মনে হয় না। কিন্তু পরিবার, আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখতে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছে। সে ব্রাউজারে ফেসবুক ওপেন করলো। ফ্রেন্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাতে শুরু করলো। নিউজ ফিডস পড়তে থাকলো। এদিকে অনেক নোটিফিকেশন আসতে শুরু করেছে। তার কাছে এই নোটিফিকেশন হলো বিরক্তির প্রধান কারণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নোটিফিকেশন ও ই-মেইল চেক করা শুরু করে সে। তার কাছে ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ মনে হয়। হঠাৎ এক বন্ধুর ছবির দিকে তার নজর পড়ে। বন্ধুর নাম সঞ্চয়। স্কুল ও কলেজ লাইফের বন্ধু সে। তার সাথে সে রকম কোন যোগাযোগ নেই এখন। আসলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আস্তে আস্তে সবার সাথে সে রকম কোন যোগাযোগ নেই। যাই হোক, সে তার অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

এদিকে একটি নোটিফিকেশন এলো তার কাছে, ‘Israt Mina accepted your friend request’। সে অ্যাকাউন্ট চেক করতেই তার বন্ধু সঞ্চয়ের সাথে ছবি দেখতে পেলো। মনে হলো হয়তো চেনা জানা কেউ হতে পারে, তাই এ বিষয় নিয়ে সে বেশি ভাবল না।

চা খাওয়ায় তার ঘুম আসছে না। ফেসবুক স্ক্রল করে চলেছে সে। স্ক্রল করতে করতে অনেক পোস্ট লাইক করে যাচ্ছে।
হঠাৎ একটি লেখা তার চোখে পড়লো।

লেখাটি, -
"মানুষ মরণশীল । মৃত্যুর পর মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় । তার মৃতদেহ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা থাকে না । কিন্তু তার বিষয়-সম্পত্তি সকলে সাদরে গ্রহণ করে । সে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা কালের বুকে মাল গাড়িতে বোঝাই করা হয় । ঐ গাড়িতে স্থান হয় না তার । সে তখন পড়ে থাকে বিস্মৃতির অতল তলে । মানুষের এ বেদনা সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বক্ষণের । এ থেকে তার পরিত্রাণ নেই । "

লেখাটি তার কাছে অনেক ভালো লাগে। আসলেই মৃত্যুর পর কেউ কাউকে বিশেষভাবে মনে রাখতে চায় না। মানুষের জীবন অনেক ছোট। এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখে ঘুম নামতে শুরু করে। ঘুমিয়ে যায় সে।

ঘুমে থাকা অবস্থায় সে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো । সে দেখলো সে বটগাছের নিচে বসে আছে সেখান থেকে এক পীর বাবা তার কানে বলছে, ‘হে বালক! কেন তোমার মন এতো খারাপ? বিপদে অধীর হইও না, বিপদে অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ । ধৈর্য্য অবলম্বন করো । খোদার নাম স্মরণ করো । তোমার ভাগ্যে অনেক ভালো কিছু আছে ।'

হঠাৎ সে ঘুম থেকে উঠে যায়। তখন প্রায় সাড়ে চারটা বাজে। একটু ভয় পায় সে। পানি পিপাসা পায় তার। তাই ফ্রিজে রাখা পানি পান করে । এ স্বপ্ন তার কাছে অনেকটা অদ্ভুত মনে হয়। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। স্বপ্নকে স্বপ্ন ভেবে সে আবার ঘুমিয়ে যায়। পরেরদিন এটি নিয়ে আর ভাবে না সে। আবার সে ফেসবুক লগ ইন করে। অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে তার অনেক লজ্জা বোধ করে। কিন্তু হঠাৎ কি যেন মনে হলো, সেই মেয়েটিকে মেসেজ পাঠিয়ে দিলো সে।

মেসেঞ্জারে কথোপকথন শুরু হলো।

মনিরঃ Hello…

মিনাঃ আসসালামুআলাইকুম

মিনাঃ জ্বী

মনিরঃ ওয়ালাইকুমুস-সালাম। I apologize for reaching out like this. আমার এক বন্ধু নাম সঞ্চয়, তার সাথে সম্ভবত আপনাকে কোনো এক ছবিতে দেখেছিলাম। কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছিল। আপনি কী সঞ্চয়ের কোন আত্মীয়?

মিনাঃ না না সমস্যা নাই। হ্যাঁ, সঞ্চয় ভাইয়া আমার খালাত ভাই হয়, আমার বড় ভাইয়া।

মনিরঃ ওহ! আচ্ছা।

মিনাঃ জ্বী।

মনিরঃ সঞ্চয় কী ঢাকাতেই থাকে নাকি অন্য কোথাও?

মিনাঃ ঢাকাতেই থাকে এখনও।

মনির আর তাকে কোনো টেক্সট করলো না। তার কিছু ই-মেইল চেক করার ছিল, তাই সে দিকেই মনোযোগ দিলো। তাছাড়া অন্য সব কাজও ছিল হাতে। তবে মেয়েটিকে তার যথেষ্ট ভদ্র বলে মনে হলো।
সকাল দশটা বাজে। এদিকে তার সকালের খাবার খাওয়া হয়নি। তাই সে খাবার খাওয়ার প্ল্যান করে। সকালে সে বেশি খেতে পারে না। তাও অনেকটা জোর করেই খায়। খেতে হবে তাই খায়। নান রুটি ও এক কাপ চা দিয়েই তার সকালের নাস্তা হয়ে যায়। সে প্রায়ই সকালে খাবার হোটেল থেকেই নাস্তা করে থাকে। তাই নাস্তা করার জন্য বাসার নিচে হোটেলের দিকে রওনা হয় সে।

মনিরঃ দু'টি রুটি ও একটি চা।

হোটেল বয়ঃ আচ্ছা। আর কিছু লাগব?

মনিরঃ না।

মনির চা ও রুটি খেয়ে তার সকালের নাস্তা করে নিলো। এদিকে কোথায় থেকে যেন পুরোনো দিনের হিন্দি গানের শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। এই পুরোনো দিনের হিন্দি গান এবং সাথে এক কাপ চা যেন তাকে পুরোনো দিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে। আসলে এই চা পান করতে করতে অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ইতিহাসের অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত এই চা পান করতে করতে নেওয়া হয়েছে। তার মনে হয় এগুলো। তার কাছে চা এক জাদুকরী পানীয় বলে মনে হয়।
তার ফিচার ফোনে মেসেজ আসলো। মেসেজটি মোবাইল সিম কোম্পানী থেকে। এসব মেসেজে সে প্রায় বিরক্ত হয়ে থাকে। তারা গ্রাহকদের বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় মেসেজ পাঠায়। যেগুলোর আড়ালে প্রয়োজনীয় মেসেজগুলো ঢাকা পড়ে যায়। তাই তার অনেক সময় প্রয়োজনীয় মেসেজগুলো চেক করা হয় না। সে দিনের বেশিরভাগ সময় ইন্টারনেট ব্রাউজিং করেই কাটায়। বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে সে। কি জানি মনে করে সে আবার ফেসবুকে ফিরে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করছে, "আমি কী আবার সেই মেয়েটির সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাবো? আচ্ছা চালিয়েই দেখি কী হয়। "

সে কৌতুহলের বসে আবার মেসেজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

মনিরঃ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সঞ্চয়কে আপনার সম্পর্কে। সে বলেছিল 'ও একটা সাধারণ মেয়ে ওর মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই।'

মিনাঃ ওহ আচ্ছা।

মিনাঃ ঠিকই বলেছে। কিন্তু কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?

মনিরঃ এইতো casually জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেমন আছে, কোথায় থাকে ইত্যাদি। সে ঢাকাতে থাকে এটি আমি জানতে পেরেছিলাম আপনার কাছে থেকে। তাই তাকে বলেছিলাম।

মিনাঃ ওহ আচ্ছা বুঝছি।

মনির টুকটাক গল্প লেখার চেষ্টা করে থাকে। যদিও তার কাছে মনে হয় সে অতোটা ভালো পারেনা। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যায় আর কি। তার কাছে মনে হলো তার লেখা একটি গল্প তাকে পাঠিয়ে দিবে। দেখা যাক কী হয়। তার পাঠক তো বাড়বে। তাই সে তার কাছে তার লেখা একটি গল্প পাঠিয়ে দেয়।

মনিরঃ যদি আপনি কিছু মনে না করে থাকেন, আমি একটি গল্প লিখেছি এবং চাই যে আপনি এটি পড়ুন। যদিও আমি জানি আমি ভালো লিখি না, তবুও আমি কিছু মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়েছি এবং তাদের মতামত জানতে চেয়েছি যে গল্পটি কেমন লেগেছে এবং এতে কোন ভুল ছিল কিনা। আপনার সময় ও ইচ্ছা থাকলে দয়া করে গল্পটি পড়ুন এবং আপনার মতামত জানাবেন।

মিনাঃ অবশ্যই পড়বো। আমার গল্প পড়তে অনেক ভালো লাগে। আপনি পাঠাতে পারেন।

মিনাঃ (গল্প পড়ার পর) পুরোটাই পড়লাম। অনেক ভালো লিখেছেন। অনেক বাস্তবিক লেগেছে কাহিনী।

মনিরঃ আপনার ফিডব্যাকের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

মিনাঃ আচ্ছা। 🙂

মনিরঃ আমার একটি পার্সোনাল ওয়েবসাইটও রয়েছে। আপনি সেখানে ব্লগ পোস্টগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

মিনাঃ blog ভিডিও? ওটা তো আমি পারি না।

মনিরঃ আরে না না I mean আমার ওয়েবসাইট ঘুরে পড়ে দেখতে পারেন পোস্টগুলো।

মিনাঃ হ্যাঁ। ওইটা দেখেছি। রাতে পড়া শেষ করে দেখেছিলাম কিছুটা।

মনিরঃ ohh.. সেটির কথাই বলছিলাম। আপনি হয়তোবা অন্যকিছু মনে করেছিলেন ।

মিনাঃ আমি ভাবছি এখন সবাই যেগুলা করে সেটা বলছেন। 🙂

মনিরঃ না না । সে রকম নয়। আমি এখনকার ইন্টারনেটের বিরুদ্ধে। তাই তো নিজের আইডেন্টিটি ইন্টারনেটে রাখার জন্য personal সাইট create করার চেষ্টা করেছি মাত্র। এখনকার ইন্টারনেট bloat.

মিনাঃ আপনি তো বেশিরভাগ সময়েই ফেসবুকে থাকেন না মনে হয়।

মনিরঃ হ্যাঁ। আমি একটু বেশিই privacy focused person . ha ha 🙂

মিনাঃ এটাই ভালো।

মনিরঃ এক্ষেত্রে আমি একটু ব্যতিক্রম। আমি সবার মতো সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারি না। আসলে আমি একটু বেশি introvert . যদি আপনার সঞ্চয় ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে সে বলতে পারবে। সে আমাকে বলেছিল আমি সবার সাথে মিশতে পারি না। হা হা । তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি থাকি না।

মিনাঃ আমিও introvert কিন্তু একটু একটু মিশতে পারি আর কি।

মনির মিনার প্রোফাইল ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। তার পোস্ট, ছবি ও স্টোরি দেখতে থাকে। তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে আর কি। মনিরের একটি দক্ষতা রয়েছে, সে কোনো মানুষকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার অনলাইন প্রেজেন্স থেকেই। মিনার প্রোফাইল থেকে মনির তার সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করে। তাই তার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার কারণ সে খুঁজে পায়।

মনির তার প্রোফাইল ঘুরে দেখতে পায়, সে ভালো ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকার প্রতি মনিরের একটু আকর্ষণ রয়েছে। তাছাড়া মিনার হাতে ছবি আঁকাও দারুণ। তাই তার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাবার মাধ্যম খুঁজে পায় সে।

মনিরঃ By the way, আপনার ছবি আঁকার দক্ষতা কিন্তু বেশ ভালোই।

মিনাঃ চেষ্টা করি শুধু একটু। কখনও শিখিনি কোথাও। একা একাই চেষ্টা করি।

মনিরঃ কারো কোন দক্ষতা থাকলে তা একদিন প্রকাশ পায়ই। আপনি আপনার আঁকা চালিয়ে যান।

মিনাঃ জ্বী, ইনশাআল্লাহ।

মনিরঃ আপনি সঞ্চয়ের মতোই ভদ্রভাবে কথার উত্তর দেন।

মিনাঃ ভাইবোন যে। আমাদের পরিবারের সব ছেলেরাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আর ভদ্র। বোনেরাও এজন্য অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ।

মনিরঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। সেটি আপনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মিনাঃ আপনিও তো অনেক ভদ্র আর সুন্দরভাবে কথা বলেন।

মনিরঃ যাদের চিন্তাভাবনা ভালো, তারা অন্যদেরও ভালো চোখেই দেখে।

মিনাঃ এটি আসলেই ঠিক বলেছেন।

মনিরের তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে। মনির বুঝতে পারছে যে, মেয়েটি এক ভদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে। তার পরিবার থেকে তাকে ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোন অপরিচিত লোকের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, মেয়েটি ভালো করেই জানে। তার কথাবার্তা থেকে সেটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাই মনিরের তার সাথে কথা বলার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মনিরঃ আসলে অপরিচিত কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে বা তার সাথে কথা বলতে awkward feel হয়।

মিনাঃ ওহ আচ্ছা।

মনিরঃ আপনি তো মনে হয় আর অপরিচিত নেই।

মিনাঃ হ্যাঁ, আমরা তো ফেসবুক ফ্রেন্ড।

মনিরঃ Yep! We are. May I ask you something? না জিজ্ঞাসা না। আমি কী একটি অনুরোধ করতে পারি?

মিনাঃ জ্বী, বলেন।

মনিরঃ গত কয়েকদিন ধরে আমি আমার ওয়েবপেজে আমার ছবির sketched version যোগ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু হয়ে উঠছিল না। As I mentioned earlier যে আপনার আঁকার দক্ষতা রয়েছে, আপনি কী আপনার মূল্যবান সময় একটু অপচয় করবেন? মানে আপনি কী আমার ছবি draw করতে পারবেন? (If you don’t want to draw, that’s totally fine. No pressure!) আপনার আঁকা ভালো লেগেছিল তাই বললাম।

মিনাঃ আমি তো এতো ভালো পারি না। কিন্তু আমার অনেকটাই আগ্রহ আছে আর কি। কিন্তু এখন পারবো না। ২-৩ মাস পর পারবো।

মনিরঃ It’s okay…. আচ্ছা, আপনি তো মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু বেশিই থাকেন। পড়াশোনায় সমস্যা হয় না?

মিনাঃ হ্যাঁ, হয় তো। অনেক ফাঁকি দিয়ে পড়ি আমি। অনেক বেশি কম পড়ি।

মনিরঃ আপনি মনে হয় জিনিয়াস, কারণ জিনিয়াসদের বেশি পড়তে হয় না। হা হা। আপনি কী বরাবর সবার সাথে এমন ভাবেই কথা-বার্তা বলেন? নিশ্চয় আপনার কথা-বার্তায় আপনার পরিবার সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে? মানে আপনাকে নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই।

মিনাঃ আলহামদুলিল্লাহ। ঠিকই ধরেছেন। তবে আমি জিনিয়াস না। হা হা। কখনোই কোনো অভিযোগ করে না কেউই। কিন্তু বকা দেয় অনেক। খাওয়া-দাওয়ার জন্য শুধু বকা দেয়। দুই বেলা খাই যে তাই।

মনিরঃ আপনার সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া উচিৎ। আপনি মনে হয় অনেক ভালো। Oh. Um… I think all of your family members are like you…

মিনাঃ Your assumption is correct.

মনিরঃ Ha ha.. My assumptions are always correct for others, but not for me. আমি বেশি ভুল করে থাকি। I’m not as perfectly balanced as you, as all things should be. ^_^

মিনাঃ No, I am not perfect either. I make a lot of mistakes. All timeee 🙂

মনিরঃ আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার status থেকে তো perfect হওয়ারই ধারণা পাওয়া যায়। happy and fulfilled. :) You mentioned that you're a dreamer and an achiever; in contrast, I'm also a dreamer but haven't achieved anything that counts. ha ha 🙂🙂

এভাবে দিনের পর দিন সাধারণ কথোপকথন চলতে থাকে তাদের দু'জনের মধ্যে। খুবই স্বাভাবিক আলোচনা হয়। একে অপরকে জানার চেষ্টা করা হয় মাত্র। মনিরের তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। এমনও হয়েছে যে মনির তার সাথে কথা বলার জন্য রাত দুইটা বা আড়াইটা পর্যন্ত জেগেছে যা সে কখনোই করতো না। আস্তে আস্তে মনিরের মিনার সাথে কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়। সে তার জন্য সময় বরাদ্দ রেখে দেয়। সে সময় শুধু সে তার সাথে কথা বলে।

মনিরের তার প্রতি এক আলাদা অনুভূতি কাজ করা শুরু করে। এক অদ্ভুত অনুভূতি। সেই অনুভূতি শুধুমাত্র সেই উপলব্ধি করতে পারে। কেমন যেন এক অনুভূতি। আসলে মনিরের ক্ষেত্রে এ রকম অনুভূতির কারণ সে খুঁজে পায় না। সে সেই কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। কখনো আবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তার কথা ভাবতে শুরু করে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্তু শেষ হয় না। মনির শুধু তাকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। সে ভাবতে থাকে, মিনা কেমন হবে, তার কণ্ঠ কেমন হবে, সে সরাসরি দেখতে কেমন হবে ইত্যাদি। সে শুধু কল্পনা করতে থাকে। নিজেকে কল্পনার চাদরে জড়াতে থাকে। সরাসরিও কী তার ব্যবহার এমনই হবে? সে কী তার সাথে কথা বলবে? আরও কতো কী অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা ভাবতে থাকে সে। মিনাকে মেসেজ পাঠানোর জন্য মনির অনেকবার ভাবে। তাকে মেসেজ পাঠানোও তার রুটিনের মধ্যে পড়ে যায় এক সময়। এতো বেশি পরিমাণ তাকে নিয়ে ভাবে যে, ঘুমের মধ্যেও তার উপস্থিতি অনুভব করে। চারিদিক থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বেজে উঠে। এসব অনুভূতির কথা কাকে বলবে সে বুঝতে পারে না। তাকে কী বলে দিবে? বললে সে কী মনে করবে? সে এখন বুঝতে পারছে না তার সাথে কেন এমন হচ্ছে। কেনই বা তার কথা ক্রমাগত চিন্তা করে যাচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নিলো বলে দিবে।

মনিরঃ আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সাথে কিছু কথা বলার ছিল। যদিও কথাগুলো আপনার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। হওয়ারই কথা। I’m weirdly peculiar, I know.

মিনাঃ জ্বী, বলেন । সমস্যা নেই।

মনিরঃ একটু ভাবতে হবে ভেবে বলছি।

মিনাঃ ওকে।

এরপর মনির একটি ডিজিটাল চিঠি লেখে। প্রথমবার কাউকে সে এসব বিষয়ে চিঠি লেখছে। তাই তার আবেগ কাজ করছে। তাই সে যত্ন করে চিঠিটি লিখে ফেললো।

সে লিখেছে --

আপনি কথাগুলো কীভাবে নেবেন, তা আমি জানি না। এগুলো অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। তাহলে বলি, আমি কয়েকদিন ধরে কিছু বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে ছিলাম। এতোটাই বিভ্রান্তিতে ছিলাম যে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করবো। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, এগুলো কেন আপনাকে বলছি। কারণ আপনি এ বিষয়ে যুক্ত রয়েছেন। আসল কথায় আসি। বেশ কয়েকদিন ধরে আমার মাথায় আপনাকে নিয়ে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। You drastically affected my thoughts… and I truly admire that. জানি না, কেমন জানি এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে। আমি নিজেও সেটি নিয়ে এখনও বিভ্রান্তিতে রয়েছি। আমি ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারি না। আসলে আমি বুঝতে পারছি না, তাই বললাম। আসলে আমি বুঝতে পারছি না যে, কতোটা বিভ্রান্তিতে পড়লে আমি এগুলো আপনার ভাইকে বলি। সেও বিভ্রন্তিতে পড়েছিল। তাকে বলার জন্য আমি দুঃখিত। সে আমার বন্ধু, তাই তাকে বন্ধু হিসেবেই বলেছিলাম। He asked me whether I was in a love-like situation or not. I replied that I did not know. আসলেই আমি বুঝতে পারছি না, এই অনুভূতির অর্থ কী? তবে আমি জানি, এগুলো আপনাকে বলা ঠিক হচ্ছে না।

আপনি কী মনে করবেন, সেটি আমার ধারণার বাহিরে। আমি সে বিষয়ে অবগত নই। আপনার সরলতা, মার্জিত আচরণ, কথার মাধুর্য ও শালীনতা যে কাউকে মুগ্ধ করতে বাধ্য। হয়তো আমিও মুগ্ধ হয়েছি। But I do not have any bad intentions. সে কারণেই আমি আপনাকে কথাগুলো বলতে ইতস্তত বোধ করছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে অনুভূতি ব্যক্ত করার। দয়া করে আপনি ভুল বুঝবেন না। আশা করি আমার কথাগুলো হালকাভাবে নেবেন। এগুলো আমার অনুভূতি মাত্র। আপনার মা-বাবা আসলেই অনেক ভাগ্যবান আপনার মতো মেয়ে পেয়ে। আমি ভালো মানুষদের চিনতে ভুল করি না। কয়েকদিনের পরিচয়ে কাউকে ভালো লাগে কিনা আমি জানি না। তবে এটি বলতে পারি আপনি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কথাগুলো হয়তো আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। So I do beg your pardon.

I am profoundly sorry if I have offended you

চিঠিটি পাঠানোর পর মনিরের হার্টবিট বেড়ে যায়। সে শুধুই চিন্তা করে যাচ্ছে আর চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। কেউ থাকুক না থাকুক তার পাশে এক কাপ চা থাকবেই। বেশি টেনশনের কারণে সে আর ফেসবুকে থাকতে পারে না। লগ আউট হয়ে যায়। তবে তার টেনশন কমে না মোটেও। কয়েক ঘণ্টা পর সে আবার লগ ইন করে।

তারপর সে মিনার মেসেজ দেখতে পায়।

মিনাঃ এটি আপনি লিখেছেন?

মনিরঃ হুম। I am sorry for that.

মিনাঃ আমি তো এতো ভালো না। আপনি বেশি ভালো ভেবেছেন আমাকে।

মনিরঃ আসলে আমি বুঝছি না কী লিখবো। I will get back to you.

মনির আবার লগ আউট করে। সে বুঝছে না ব্যাপারটি। তার কাছে এসব বিষয় হালকা নয় অন্যদের মতো। তাই সে আর মেসেজ পাঠানোর সাহস পেলো না। নিজেকে তার অপরাধী বলে মনে হলো। সে আর মেসেজ দেবার সাহসই পেলো না।
একটু পরে আবার সে ফিরে গেল ফেসবুকে। গিয়ে দেখল মিনার আরেকটি মেসেজ এসেছে।

মিনাঃ ভালোই লিখেছেন, জীবনে প্রথমবার পেলাম। কিন্তু আমি তো নিজেকে অনেক বেশি সাধারণ ভাবি। এমন অসাধারণ কেউ না তো।

মনিরঃ আপনি তো অনেক ভালো। আপনাকে অসাধারণ মনে হয়েছে বলেই আমি কথাগুলো বলেছিলাম। আচ্ছা আপনাকে কী আমি Your Highness বলে সম্বোধন করবো? আপনাকে আমার কোন রাজকুমারীর চেয়ে কম মনে হয় না।

মিনাঃ হেস! কী যে বলেন।

মনিরঃ আমি আসলে অনেক কনফিউজড এসব ব্যাপারে।

মিনাঃ আমিও।

মনিরঃ আপনি মনে হয় সবসময় ফুরফুরে মেজাজে থাকেন তাই না?

মিনাঃ হ্যাঁ, কীভাবে বুঝলেন?

মনিরঃ আপনাকে ছবিতে দেখলেই মনে হয়। আপনার বৈশিষ্ট্য আমার কাছে প্রোটন কণার মতো মনে হয়। আপনি যদি কণার মতো হতেন, নিশ্চয় প্রোটন হতেন। কারণ আমার মনে হয় আপনি পজিটিভিটি ছড়িয়ে দেন।

মিনাঃ তাই? আমি তো নিষ্ক্রিয় মানুষ। পরিবারের মধ্যে এমনটা করতে পারি, কিন্তু বাইরে গেলে ফুস! কোনো কথাও বলতে পারি না।

মনিরঃ নিষ্ক্রিয়? প্রোটনরা তো সবসময় তাদের চার্জ নিয়ে হাসি হাসি থাকে।

মিনাঃ নিজের অবস্থান অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা। একেক সময় একেক রকম। বাইরে গেলে বেশি ভদ্র হয়ে যায়। 🙂

মনিরঃ হা হা। আপনার সাথে কথা বললে নিজের মধ্যে পজিটিভিটির পরিমাণ বেড়ে যায়। ^_^

মিনাঃ হেস!

মনিরঃ Yep! তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় , আপনার এ রকম চিন্তাধারার কারণেই আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুকরিয়া আল্লাহর, যিনি আপনাকে সুন্দর সুন্দর চিন্তা করার উপযুক্ত করেছেন. Stay stable like this…

মিনাঃ কী যে বলেন। আপনার দেখার দিক ভালো তাই সবাই কে ভালো ভাবেন।

মনিরঃ আমি মানুষদের চিনতে পারি। সব মেয়ে আপনার মতো না।

মিনাঃ আপনি আরও মেয়েদের সাথেও কথা বলেন?

মনিরঃ সবার সাথে কথা কেন বলবো? হা হা সবাই তো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এক কৃত্রিম বাক্স মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ভাবে বুদ হয়ে আছে , কী আর বলবো। টিকটক, ইন্সটা আরও কতো কী। এরা নিজেদের স্মার্ট মনে করে, কিন্তু এরা কখনও স্মার্ট নয়। জীবনযাপন করার একটি নিয়ম আছে। আর বেশিরভাগ মেয়ে বা ছেলে সেটি পালন করে না। এদেরকে আমার টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট মনে হয়। এরা টেকনোলজির সঠিক ব্যবহার জানে না। আর এদের ভালোবাসার নামে কুকর্ম সেগুলো আর না ই বা বললাম। কিছু মনে করবেন না, আমার আসলে এখনকার বেশিরভাগ মেয়েকেই পছন্দ না। এরা নিজেদের মূল্য নিজেরাই কমিয়েছে। ছেলেরাও ব্যতিক্রম নয়। আমাকে আবার আদিমযুগের মানুষ ভাবেন না যেন। হা হা ।

মিনাঃ আপনি তো অনেক ঠিক কথা বলেন। আসলেই তো তাই। নিজেকে উপস্থাপন করে view কামিয়ে তো কোনো লাভ নাই। মানে শালীনভাবে ছাড়া। শালীনতার তো একটা ব্যাপার আছে ।

মনিরঃ একটি কথা বলি? এখনও আমার মাথার মধ্যে কিছু প্রশ্ন ঘুরেই যাচ্ছে। আমাদের কী আরো পরিচিত হওয়া উচিৎ নাকি একটি সীমা নির্ধারণ করে রাখ ভালো?

মিনাঃ জানি না।

মনিরঃ আপনার সাথে কী রকম সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে জানি না। তবে, এটুকু জানি আপনি খুব ভালো মানের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত। 🙂🙂

মিনাঃ আমার সাথে কখনোই কারো ঝগড়া হয় না,সবাই কেমন জানি এই কথাই বলে। মানে আমার ফ্রেন্ডরা।

মনিরঃ সবাই ঠিকই তো বলে। মানে ঠিকই তো বলে। আরও কী জানি বলা যায়, দাঁড়ান মনে পড়েছে । বলছি । Khuda kare salamat rahe kisi Dua ki tarah,
Ek aap Aur doosra Muskurahat aapka. আপনি এ রকমই ঠিক আছেন। সবার সাথে মিশতে পারেন।

মিনাঃ বাহ্! এটা তো ভালো কমপ্লিমেন্ট ছিলো

মনিরঃ আপনি আর যাই হোন, তবে ভালো বন্ধু হয়ে গেছেন আমার। দেখুন না, আপনার সাথে প্রতিদিন কথা বলতে বলতে আমি morning bird থেকে night owl হয়ে গেছি। হা হা 🙂🙂

মিনাঃ হায় হায়। আমার মতো রাতের পাখি হয়েন না। আচ্ছা আচ্ছা 🙂।

মনিরঃ হাসছেন??

মিনাঃ বুঝলেন কিভাবে?

মনিরঃ জানি না। তবে অনুভব করলাম।

মিনাঃ আমাকে সামনাসামনি দেখলে আর ভালো লাগবে না।

মনিরঃ হেস! আমি বলেছি না আমি আপনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। বাহ্যিক দিক দিয়ে কী করব? Your Highness…. আপনি জানেন আপনার বিষয়ে চিন্তা করলে আমি অন্য এক দুনিয়ায় চলে যাই। চারিদিক থেকে যেন মিউজিক বাজতে শুরু করে। কল্পনাতে চলে যাই। আচ্ছা আপনার বিষয়ে আমি চিন্তা করলে আপনার কোনো সমস্যা?

মিনাঃ কী যে বলেন। ভালো লাগা তো দোষের কিছু না। কিন্তু কখন ভাবেন?

মনিরঃ before going to sleep….

মিনাঃ এহে। আমি তো বেশি ভালো নই। আমি একটু শান্ত প্রকৃতির শুধু।

মনিরঃ আমার চোখে আপনি যেমন এমনই সুন্দর। মানে আপনার ব্যবহার, শালীনতা, ভদ্রতা এগুলোই তো আপনার সৌন্দর্যের কারণ নির্দেশ করে । You don't need to embellish yourself; you are beautiful and good as you are.

মিনাঃ 🙂

মনিরঃ দেখেন একজন মেয়ের সাথে এগুলো কথা আমি এই প্রথম লিখছি। তাই একটু অন্যরকম লাগছে। লিখতে দেরি হচ্ছে । অবস্থা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।

মিনাঃ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

মনিরঃ আমি এখনও বুঝছিনা, আপনার প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ কী? আমি কী সত্যি সত্যি আপনার প্রেমে পড়েছি নাকি এটি আমার শুধুমাত্র কল্পনা। নাকি মোহ কাজ করছে।

মিনাঃ আমিও আসলে বুঝতেছি না।

মনিরঃ আমি কী আপনাকে বলব 'আমি আপনাকে ভালোবাসি' ? আমি বুঝছি না আমার অবস্থা। এ অবস্থার নাম কী ভালোবাসা? যদি হয়, তাহলে আমি মনে হয় আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি ।

এ কথাটি বলে মনির অনেক লজ্জা পেয়ে যায়। জীবনের প্রথম কাউকে এভাবে বলেছে সে। তার আসলে মাথা কাজ করছে না। সে কী বলছে সে নিজেও বুঝছে না। তাই হয়তো বলে দিয়েছে সরাসরি। আবেগের বশে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে। এক্ষেত্রে ব্রেইন লজিক্যালি চিন্তা করে না। তার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। সে তার কথাগুলো উপস্থাপন করতে পারছে না ভালোভাবে। ডোপামিন ক্ষরণ হচ্ছে বেশি। ভালো লাগা কাজ করছে। চারিদিকের পরিবেশ তার কাছে মধুর মনে হচ্ছে। সবকিছুই ভালো লাগছে। এমনকি তার রুমের মধ্যে থাকা মশাগুলোকেও অনেক আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। চারিদিকে অনেক রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মিনাঃ আমাকে তো আপনি কখনো দেখেনই নি

মিনাঃ কারো সাথে আপনি কয়েক মিনিট সময় কাটানোর পর তাঁকে পুরোপুরি চিনতে পারবেন । আমাকে ওইভাবে দেখলে আর পছন্দই হবে না। আই থিঙ্ক।

মনিরঃ না দেখলে কী কাউকে পছন্দ হতে পারে না? ভালো লাগতে পারে না? যে ভালো সে কখনও নিজে বলে না সে ভালো। আপনি ভালো সেটির প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনি কী পরী নাকি জ্বীন ? আপনি মানুষই তো, আমার একজন মানুষকেই ভালো লেগেছে।

মিনাঃ হ্যাঁ, কথা তো ঠিকই।

মনিরঃ I'm sure that whoever gets you will be lucky.…

মিনাঃ That means a lot! But I think the real luck is in having good people around.

তারপর মিনা ও মনিরের আরও অনেক কথা চলতে থাকে। মনিরের আস্তে আস্তে ভয় ও লজ্জা কাটতে শুরু করেছে। তার আর মিনার সাথে কথা বলতে অতোটা লজ্জা করছে না, যতোটা প্রথমে করতো। আস্তে আস্তে মনিরের মিনার প্রতি আকর্ষণের মাত্রা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়, যেমনটা চুম্বকের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে আকর্ষণ কাজ করে, ঠিক তেমনই আকর্ষণ কাজ করতে শুরু করেছে মনিরের। যদিও সে এখনও জানেনা অন্যদিকে সমান আকর্ষণ কাজ করছে কিনা। তাও মনিরের কোনও আক্ষেপ নেই এ বিষয়ে। সে তার মনের কথা বলে দিতে পেরেছে তাতেই অনেকটা শান্তি অনুভব করছে। মন হালকা লাগছে। সে প্রথমবার কোনো মেয়েকে তার মনের কথা বলতে পেরেছে এভাবে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে সত্যই প্রেমে পড়েছে। সে কল্পনাতে শুধুই মিনাকে অনুভব করে চলেছে। তার মনের জায়গাতে তাকে স্থান দিয়ে দিয়েছে সে। তাকে নিয়ে দু'একটা কবিতাও লিখে ফেলেছে সে।

আরও কয়েকদিন কেটে যায়। সময় অতিবাহিত হয়। একদিন তো মিনা তার পছন্দের একটি গানও মনিরকে শুনিয়ে দেয়। তার কণ্ঠে গান মনিরের মাথার উপর দিয়ে যায়। কিন্তু তার প্রশংসা করতে মনির ভুল করে না। মনির ঠিক কিছু না বুঝেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। কারণ মনিরের এখন তার সব কিছুই ভালো লাগে। প্রেমে পড়লে যা হয় আর কি।

মিনার আরেকটি মেসেজ আসে।

মিনাঃ *This message was unsent.*

মনির ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে বুঝতে পারে না ঠিক মেসেজটি কী ছিল। সে দেখেছিল মেসেজটি। কিন্তু হঠাৎ ডিলিট করা হয়েছে। তাই মনে করতে পারছে না সে। সে মিনাকে জিজ্ঞাসা করে এ বিষয়ে।

মনিরঃ আপনি কী ডিলিট করেছেন বলুন তো। আমি তো দেখেছিলাম । কিন্তু উত্তর আর দেওয়া হয় নি। আপনি কী আবার পাঠাবেন?

মিনাঃ না তেমন কিছু নয়। এটি নিয়ে ভাবতে হবে না।

আসলে মনির মেসেজটি ঠিকই দেখেছিল। শুধু তার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছিল। তার কাছে থেকে মেসেজটি আবার পাওয়ার প্রত্যাশা সে করছিল। ঠিক এ রকম মেসেজের জন্য সে অনেক আগ্রহের সাথে এতদিন অপেক্ষা করছিল।
মিনা তার মেসেজে বলেছিল, "Would you like to be the lucky one?" মনির ঠিক বুঝতে পারছিল না এটির উত্তর দিবে কিনা। তার হাত কাঁপছিল। সে কীবোর্ডে লিখতে পারছিল না। তাই উত্তর দিতে পারে নি। তারপর সাহস করে মনির উত্তর দিয়ে ফেলে।

মনিরঃ Why wouldn't I be? Your Highness, এটি আমার সৌভাগ্য।

অনেকক্ষণ পর মিনার কাছে থেকে মেসেজ আসে।

মিনাঃ একটি কথা বলবো?

মনিরঃ শুনছি বলুন।

মিনাঃ আপনি কী ভাইয়াকে কিছু বলেছিলেন?

মনিরঃ কেন?

মিনাঃ বলে দিবেন না তো?

মনিরঃ আমার কোন সমস্যা নেই। তাকে বললে সমস্যা?

মিনাঃ নাহ। আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম তো তাই। আমার বড় আপুকে আজকে ভাইয়া নক করেছে তো তাই বললাম। আমার এগুলো ভয় লাগে একটু।

মনিরঃ ওহ, সঞ্চয়ের সাথে তো আমি ফ্রি ভাবেই কথা বলি।

মিনাঃ হয়তো অন্যকিছু বলবে, কিন্তু আপনি তার সাথে আলোচনা করেছিলেন তো তাই জিজ্ঞেস করলাম। আমি সবার একটু ছোট তো তাই ভয় লাগে। আপুকে আমি অনেক ভয় পাই আসলে। আপু হুট করে বললো তো তাই জিজ্ঞেস করলাম। আপু বললো যে, ভাইয়া নাকি কয়েকদিন ধরে নক দিচ্ছে কী যেন বলবে বলে। আমি অনেক ভয় পাই আপুকে। আমার আব্বু-আম্মু কাউকেই এতো ভয় পাই না।

মনিরঃ দেখুন আপনার এখন পড়াশোনাতে একটু মন দিতে হবে। আপনি পড়াশোনা নিয়ে ভয় করেন। সেটিই ভালো হবে আমার মনে হয়।

মিনাঃ হুম।

এভাবে আরো কয়েকদিন কেটে যায়। মনিরের তাকে নিয়ে ভাবা গুরুতর হয়। সে ভাবতে থাকে তাকে নিয়ে ভাবা কী ঠিক হচ্ছে? আমার জন্য কী তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে। সে তো ভালো মেয়ে। তার সাথে কী কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে? তার পরিবারে কী কোনো সমস্যা হবে? আমার জন্য কী তাকে সমস্যাতে পড়তে হবে? মনির এসব নিয়ে ভাবতে থাকে। তার ভাবনার যুক্তিও রয়েছে। ভাবতে ভাবতে সে মিউজিক চালিয়ে দেয়। তার কথা ভাবলেই মিউজিক আপনা আপনি বাজতে শুরু করে।

মনিরঃ Your Highness, আপনাকে একটি কথা বলবো?

মিনাঃ বলুন।

মনিরঃ "You're from a whole 'nother world,

a different dimension.

You open my eyes.

I'm ready to go; lead me into the light."

মিনাঃ অবাক হয়ে গেছি। কী রিপ্লাই করবো কিছুই বুঝি না।

এটিই সম্ভবত ছিল মিনার সাথে লাস্ট ভালো কথাবার্তা। অনেকদিন কেটে গেল। এরপর ঠিক যেন কিছু একটা ঘটে গেল। মিনা আর টেক্সট করে না মনির কে। তার মেসেজও দেখে না আর। হঠাৎ এ রকম ব্যবহার মনির প্রত্যাশা করে নি মিনার কাছে থেকে কখনও। কী যেন হয়ে গেল। মনির তার কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। মনির তাকে টেক্সটও করেছিল । পরে জানতে পারে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে এর পেছনে। তাই মনির তাকে আর জোর করে নি। তাকে মেসেজ পাঠানোরও কোনো সাহস দেখায় নি। হয়তো মনির তাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। তাই তার ক্ষতি হোক সে তা চায় নি। মিনার ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে মনির এখন পরিত্যক্ত। তারপরও মনির তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিয়ে রেখেছে। সে মনে করে একদিন হয়তো তার রিকোয়েস্ট গ্রহণ করা হবে। সে দিনের আশায় সে আজও আছে। আজও মনির চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তার মেসেজের অপেক্ষায় থাকে। আসলেই সে বুঝতে পারে না । কেন এমন হয়েছে তার সাথেই। সে তো কোনো দোষ করে নি। তার সাথে কেন এমন ঘটলো? সে তো শুধু একজন বন্ধুই চেয়েছিল যে, তার চলার পথের সাথী হবে, তার মনের কথা বলার সাথী হবে, যার সাথে মনের কথা শেয়ার করা যাবে। যাকে বিশ্বাস করা যাবে। তাকে নিয়ে মনির অনেক ভাবনা ভেবেছিল । তার হৃদয়ে তাকে না দেখেই স্থান দিয়েছিল সে। প্রেম তো আত্মার সাথে হয়, রক্ত মাংসের শরীরের সাথে নয়, এটিই বিশ্বাস করে মনির। মিনার ব্যবহার তাকে অনেক বেশিই আকর্ষণ করেছিল। মনির মনে হয় তার সম্পর্কে একটু বেশিই ভেবেছিল। যার কারণে তাকে দুঃখ পেতে হয়েছে।

তার মিনার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। কারণ তার মতো ভালো মেয়েকে সে কখনও খারাপ মনে করে না। তার সিদ্ধান্ত ও কথাবার্তাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে। তার এ রকম সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে নিশ্চয় ভালো কারণই লুকিয়ে আছে মনিরের কাছে এটি মনে হয়।
মনির তাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। হোক না সেটি একপাক্ষিক । তার ভালোবাসাতে তো কোনো ভুল নেই, নেই কোনো মিথ্যার আশ্রয়। তার ভালোবাসার নেই কোনো ভাগীদার। তার ভালোবাসা সম্পূর্ণ, কারণ সেটি শুধুমাত্র তার কাছে রয়েছে। এ সময় তার সেই পীর বাবার কথা খুব মনে পড়ছে যে তার স্বপ্নে এসেছিল। তাকে আবার স্বপ্নে দেখলে সে অনেক প্রশ্ন করতো। মিনার আসা এবং চলে যাওয়া কী সৌভাগ্যের মধ্যে পড়ে?

যাই হোক, মনির এখনও মিনার কথা চিন্তা করে । তাকে নিয়ে ভাবে। এখনও সে মনে করে হয়তো বা তার সাথে কোন একদিন দেখা হবে। দেখা হবে একদিন তার সাথে। সেদিন হয়তো তাকে সে Your Highness বলে সম্বোধন করে বলবে, ‘Your Highness’ আপনি কেমন আছেন? হয়তো বা তার প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, "হেস! আপনি কী যে বলেন।"

তাকে হয়তো শুনিয়ে দিবে কয়েক লাইন গান ----

I’ll never let you go again, like
I did oh I used to say
I would never fall in love again until I found
her I said, I would never fall unless
it’s you I fall into I was lost within the
darkness, but then I found her I found you